সত্য ও ঈশ্বর

সত্য বা 'Truth' এর প্রত্যয়টি গান্ধীজির চিন্তাধারার মুখ্য বা প্রধান বিষয়। এটি তাঁর যাবতীয় ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক তথা সামাজিক কার্যকলাপের মূল প্রবর্তক। সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা তাঁর জীবন দর্শনে পরিণত হয়েছিল। সত্য এমন এক সার্বভৌম নীতি, অন্যান্য অসংখ্য নীতি যার অন্তর্ভুক্ত। 'সত্য' শব্দটি সৎ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, যার অর্থ সত্ত্বা। জগতে সত্য ব্যতীত কোন কিছুই সত্ত্বাশীল বা অস্তিত্বশীল নয়। সত্যের প্রকৃতি হল– নিজেকে প্রকাশিত করা, তাকে কখনোই সীমিত ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। গান্ধীজির দর্শনে এই সত্যের তাৎপর্য শুধু সত্য কথন নয় বরং আচরণ এবং চিন্তনেও সত্যের প্রতি আনুগত্য — এটিই চরম সত্য বা নিত্য সত্য যা ঈশ্বর ব্যতীত কিছু নয়। তিনি আপেক্ষিক সত্যসমূহ এবং পরম সত্যের মধ্যে পৃথকীকরণ করে বলেছেন, যা কিছু বিষয়গতভাবে বা ব্যক্তির

অভিজ্ঞতার নিরিখে সত্য, সেগুলি সবই আপেক্ষিক সত্য, কিন্তু পরম সত্য ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার অতিবর্তী, তা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কিছুর সমষ্টি। অর্থাৎ গান্ধীজি 'সত্য' প্রত্যয়টির একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য প্রদান করে তাকে চরম সত্তা বা পরম তত্ত্বরূপে অভিহিত করেছেন। গভীর মননের মধ্য দিয়েও উপলব্ধি হয় যে সৎ বা সত্যই হল একমাত্র যথার্থ নাম যার দ্বারা ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেখানে সত্য অধিষ্ঠিত, সেখানে সেই জ্ঞানের অবস্থান, যা সত্য। আবার যেখানে সত্য নেই, সেখানেও সেই জ্ঞান থাকে যা সত্য। এই কারণবশতই চৈতন্য বা জ্ঞান ঈশ্বরের নামের সাথে যুক্ত হয় এবং যেখানে সত্যজ্ঞান, সেখানে আনন্দ সর্বদা বিরাজমান — তাই ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যিনি সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের আধার স্বরূপ। গান্ধীজির দৃষ্টিতে মানুষের অস্তিত্বের যাথার্থ্য হল সত্যানুসারী হয়ে জীবনের প্রতিটি কর্মবিধি সম্পন্ন করা এবং যখন ব্যক্তি আত্মিক উন্নতির এই স্তরে পৌঁছায় তখন সঠিক জীবনযাত্রার অন্যান্য নিয়ম-নীতিগুলি কোন অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ব্যতীতই উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃই সেগুলির প্রতি অনুগত বা দায়বদ্ধ থাকেন। অন্যদিকে সত্য বিযুক্তভাবে জীবনচর্যার কোন নিয়ম বা নীতি পর্যবেক্ষণ করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ গান্ধীজির কাছে 'সত্য' হল এমন এক নৈতিক মূল্য তথা পরম পুরুষার্থ যার ব্যাপ্তি জীবনের থেকেও বেশি, যে কারণে সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে জীবনত্যাগও শ্রেয় ও কর্তব্য। তাঁর ভাষায় —"আমার মতো একশোজনের বিনাশের বিনিময়েও সত্য যেন বিরাজ করে"[১]।

যে কোন ধর্মের মূল লক্ষ্য সত্যানুসন্ধান ও সত্যপ্রাপ্তি। এমনকি কোন নাস্তিক ব্যক্তিও সত্যের প্রয়োজনীয়তা বা তাঁর শক্তিকে অস্বীকার করতে পারেন না বরং এই সত্যকে প্রাপ্ত হবার তীব্র আকাঙ্খায় তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি, যা তাঁদের দিক থেকে যথার্থ। এই যুক্তির প্রভাব স্বীকারপূর্বক গান্ধীজি নিজেও প্রথমে "ঈশ্বর হলেন সত্য" (God is Truth) এই মতে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তীকালে "সত্যকেই ঈশ্বর" (Truth is God) রূপে অভিহিত করেছেন। বস্তুতঃ জীবনপর্বের কোন এক পর্যায়ে গান্ধীজি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হলেও এমনকি সেই সময়েও তিনি সত্যের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে নিশ্চিত ছিলেন। এই সত্য কোন পার্থিব গুণ নয় বরং শুদ্ধ

চেতনা, যা বিশ্বের শৃঙ্খলারক্ষার নিয়ন্ত্রক। এই সত্যই ঈশ্বর, কারণ তা সমগ্র জগৎকে শাসন করে। গান্ধীজি এই সত্যকে প্রায় অপরোক্ষভাবে অনুভব করেছেন এবং 'প্রায়' বলার কারণ তিনি ঈশ্বরকে সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন নি, আভাস পেয়েছেন মাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে তার বিশ্বাস এতটাই দৃঢ়, যাকে অবলম্বন করে তিনি জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। এমন নয় যে, আকারহীনতার কারণে ঈশ্বর সত্য, বরং 'সত্য' ঈশ্বরের যথার্থ বর্ণনা। অন্যান্য যাবতীয় বর্ণনা ঈশ্বর সম্পর্কে অযথার্থ, এমনকি 'ঈশ্বর' এই শব্দটিও একটি বর্ণনাত্মক পদ যা 'সর্বশক্তিমান' কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাকে মানবিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 'ঈশ্বর' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচারে পাওয়া যায় মূল 'ঈশ্'-এর অর্থ হল দক্ষ বা শাসক এবং দ্বিতীয় অংশ 'বর'- যার আভিধানিক অর্থ সেরা বা সুন্দর। অতএব যুগপৎভাবে ঈশ্বর-এর অর্থ সেরা বা সুন্দরের স্রষ্টা। এই অর্থটির উচ্চারণ বা শ্রবণ মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে না — তাঁকে জগতের শাসকরূপে কল্পনা মানুষের মনকে তৃপ্ত করে না বরং ভীতির সঞ্চার করে, যা তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত করে ধার্মিক হতে বাধ্য করে। কিন্তু ভীতিবশতঃ সম্পাদিত পবিত্র কর্ম পবিত্রতার মাহাত্ম্যকে নষ্ট করে। প্রতিটি মানুষের ধর্মের প্রতি প্রীতিবশতঃ ধার্মিক হওয়া উচিত, পুণ্য অর্জনের জন্য নয় —এই ভাবনা দ্বারা চালিত হয়ে গান্ধীজি উপলব্ধি করেন "ঈশ্বর হলেন সত্য" এই বিবৃতিটিও অযথার্থ, বরং "সত্য স্বয়ং ঈশ্বর" —এ কথাই যথার্থ, যেহেতু তা মানবিক ভাষায় বর্ণনাযোগ্য। অতএব গান্ধীজিকে অনুসরণ করে বলা যায় যে - সত্য অসীম, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। সত্য ব্যতিরেকে অন্য কোন ঈশ্বর নেই — অতএব "সত্যই ঈশ্বর" বা "Truth is God'।